ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৬ অক্টোবর ২০২৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩নং আইন) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

টিআইবি'র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	ধারা ৪। কমিশনের কার্যালয়।-কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** এই ধারা সংশোধন করে "কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে এর একটি করে কার্যালয় থাকবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এর কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।" এভাবে লিখতে হবে।
	ধারা ৫। কমিশন গঠন। (১) চেয়ারপার্সন ও ছয়জন কমিশনার সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে। (২) কমিশনের চেয়ারপার্সন ও তিনজন কমিশনার সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অবশিষ্ট তিনজন কমিশনার অবৈতনিক হইবেন। (৩) কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী এবং একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সদস্য হইতে হইবে। (৪) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।	**পর্যালোচনা:** ১. কমিশনারদের মধ্যে তিনজন 'সার্বক্ষণিক' ও তিনজন 'অবৈতনিক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন, বৈতনিক বা অবৈতনিক এই ধরনের বিভাজন তৈরির ফলে কমিশনারগণ কর্তৃক তাদের পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার, দায়িত্বপালন, এখতিয়ারের প্রয়োগ বা মতামত ও নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ক্ষমতা চর্চার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে লক্ষ করা গেছে। যা কমিশনের জন্মলগ্ন থেকে অকার্যকরতার অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ২. গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনের (GANHRI) মতে কমিশনের সকল সদস্যকে সার্বক্ষণিক নিয়োগ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। এতে করে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত হবে। একই সাথে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, যথাযথ মাত্রায় ব্যবস্থাপনা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হবে। এছাড়া স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকিও হ্রাস করবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী নির্ধারণ (বেতন, ভাতা, পদমর্যাদার সমতা, সুযোগ-সুবিধাসহ) কমিশনের সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা ও শুদ্ধাচার চর্চাকে সুদৃঢ় ও কার্যকর করতে সহায়তা করে। **সুপারিশ:** ১. কমিশনের চেয়ারপারসন ও কমিশনারগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, নারী, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা তাদের পক্ষ হয়ে তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করে থাকে বা মানবাধিকার বিষয়ে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের কমিশনার হিসেবে নিয়োগের বিধান সুস্পষ্ট করতে হবে (যেমন: বিচারক, আইন সহায়তা প্রদানকারী/আইনজীবী, নাগরিক সমাজ,

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		মানবাধিকার সংগঠন ও বিভিন্ন মানবাধিকার ফোরামের প্রতিনিধি ইত্যাদি)। ২. কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সকল কমিশনার সার্বক্ষণিক/পূর্ণকালীন হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। এবং সকল কমিশনারগণের বেতন-ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।
	ধারা ৬। চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি। (১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন: (২) আইন বা বিচার কার্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, সমাজসেবা, মানবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ মানবাধিকারের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণ, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন কমিশনার রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।	**পর্যবেক্ষণ:** ধারা ৬(২)-এ **'উল্লেখযোগ্য অবদান'** শব্দটির মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে তা আরও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। উক্ত ব্যক্তিগণ কী ধরনের বা কীভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই অস্পষ্টতা নিয়োগদাতা বা বাছাই কমিটির সদস্য কর্তৃক নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল্যায়ন সাপেক্ষে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। **সুপারিশ:** এই ধারায় চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্ত সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। যেমন: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কম পক্ষে ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। একই সাথে যোগ্যতা হিসেবে 'পেশাগত জীবনে দলনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার রক্ষা, সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে' এমন উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে।
	ধারা ৭। বাছাই কমিটি। (১) চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সাত জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:- (ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন; (খ) জাতীয় সংসদের দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারি দল কর্তৃক এবং অন্যজন বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; (গ) বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী অধ্যাপক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত হইবেন; (ঘ) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন মানবাধিকার কর্মী বা নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন; (ঙ) জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তাহার মনোনীত সাংবাদিক প্রতিনিধি; এবং (চ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।	**পর্যবেক্ষণ:** ● মানবাধিকার কর্মী বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রপতি কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিবেন তা ৭ (১) (ঘ ও চ) উপ-ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি। ● ধারা ৭ (৫)-এ বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এর কোনো কার্যক্রম বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া বা এসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন না করার বিধান যুক্ত করার ফলে ভবিষ্যতে দলীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত বা মানবাধিকার পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার অতীত ইতিহাস আছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে বাছাই কমিটি গঠন করা হলেও এর প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রমকে একভাবে দায়মুক্তি দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে যা সার্বিকভাবে কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত বা যোগ্যতাহীন ও অন্যভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগের ঝুঁকি তৈরি করবে। **সুপারিশ:** ১. **ধারা ৭ (১) (গ)** বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের **'দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত'** নারী অধ্যাপক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক

৬ অক্টোবর ২০২৫

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	(২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে। (৩) অন্যূন ৪ (চার) জন কমিশনারের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে। (৫) কেবল বাছাই কমিটির কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।	মনোনীত হইবেন; এই উপ ধারায় **'দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত'** শব্দ দ্বয় যুক্ত করতে হবে। ২. **ধারা ৭ (১) ঘ** সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে "রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার ফোরাম বা প্লাটফর্ম থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বা একাধিক সংখ্যক মানবাধিকার কর্মী বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির নাম আহবান করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করবেন।" ৩. **ধারা ৭ (১) (ঙ)** উপধারাটি সংশোধন করে **'জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃক মনোনীত দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সাংবাদিক প্রতিনিধি'** এভাবে লিখতে হবে; ৪. **ধারা ৭ (১) চ** - সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে **"**রাষ্ট্রপতি আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ফোরাম বা প্লাটফর্ম থেকে **'**ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'/আদিবাসী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর এক বা একাধিক সংখ্যক প্রতিনিধির নাম আহবান করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করবেন।" ৫. **ধারা ৭ (৩)**-এ 'কমিশনার' শব্দের পরিবর্তে 'কমিটির সদস্য' শব্দ দ্বয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৬. **ধারা ৭ (৫)** থেকে "বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।" এই অংশটি বিলোপ করতে হবে।
	ধারা ৮। চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাছাই কমিটি- (ক) উহার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিতে পারিবে; ইহা ছাড়াও প্রার্থীদের নিকট হইতে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিবে; (খ) নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত তথ্যাদি এবং দাখিলকৃত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাই করিবে; (গ) উক্তরূপ যাচাই-বাছাইপূর্বক বাছাই কমিটির বিবেচনায় যোগ্য প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিবে; (ঘ) দফা (গ) এ উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে; এবং (ঙ) উপরি-উক্ত কার্যধারা সমাপ্তির পর নিয়োগযোগ্য কমিশনারের সংখ্যার অতিরিক্ত যুক্তিসংগত সংখ্যক প্রার্থীর নামসহ একটি তালিকা সুপারিশ আকারে প্রণয়ন করিবে।	**পর্যবেক্ষণ:** স্বাধীন ও কার্যকরভাকে মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে একটি স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় যোগ্য ও উপযুক্ত চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। এই ধারায় বাছাই প্রক্রিয়া অর্থাৎ দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাইকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা, রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত তালিকা ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্য-বাধকতা নিশ্চিত করা হয়নি। যা নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দলীয় প্রভাব ইত্যাদি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। **৮(ক) ধারায়** বাছাই কমিটির বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাকে বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে (GANHRI -এর জেনারেল অবজারভেশন অব সাব কমিটি অব অ্যাক্রেডিটেশন) ব্যাপকভাবে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যা পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া এবং প্রার্থীদের বহুত্ববাদ প্রসারে সহায়ক হয়।

৬ অক্টোবর ২০২৫

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		সুপারিশ: ১. **ধারা ৮**-এ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে একটি উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে। যেখানে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের পূর্ব-নির্ধারিত ও নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা, এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। ২. **ধারা ৮ (ক)**-এ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে প্রার্থীদের নিকট হইতে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করার বিধানকে প্রাধান্য দিতে হবে; একই সাথে কমিটি তার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারবে এমন বিধান যুক্ত করা যেতে পারে।
	ধারা ১০। কমিশনার পদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।- শুধুমাত্র কোন কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।	**পর্যবেক্ষণ:** ধারা ১০-এ কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এর কোনো কার্যক্রম বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া বা এসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন না করার বিধান যুক্ত করার ফলে দলীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত বা অন্যভাবে অযোগ্য বা বিতর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠন করা হলেও এর প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রমকে একভাবে দায়মুক্তি দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে যা সার্বিকভাবে কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব বিস্তার বা বিশেষ কোনো দলের মতাদর্শের ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগের ঝুঁকি তৈরি করবে। **সুপারিশ:** ধারা ১০ থেকে "কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে" শব্দসমূহ বাদ দিতে হবে।
	ধারা ১৩। কমিশনের কার্যাবলী।-কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-	**পর্যবেক্ষণ:** এই ধারার অধীনে থাকা কমিশনের কার্যাবলীসমূহের ক্রম এলোমেলো বা বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। **সুপারিশ:** কমিশনের কার্যাবলীর ধরন অনুযায়ী কার্যাবলীসমূহের শ্রেণিকরণ করে এর ক্রম সাজানো যেতে পারে। যেমন নির্বাহী কার্যাবলী (যার মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক কার্যাবলী, সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ ট্র্যাকিং, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল, ইত্যাদি), প্রচারণামূলক কার্যাবলী (যার মধ্যে থাকতে পারে শিক্ষামূলক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যাবলী, গবেষণা, তথ্য প্রচার ইত্যাদি), মানবাধিকার সুরক্ষামূলক কার্যাবলী (ওয়াচডগ কার্যক্রম, অনুবর্তীতা, আইন পর্যালোচনা, অভিযোগ, অনুসন্ধান, তদন্ত) ইত্যাদি।
	ধারা ১৩ (গ) জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয় এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;	**সুপারিশ:** এই উপধারা সাথে যুক্ত করতে হবে- 'সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে এমন স্থানসমূহের অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। তবে

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		এসকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।
	ধারা ১৩ (ঘ) মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তের জন্য চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা;	**সুপারিশ:** কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমন, মানবাধিকার কমিশন নিজেই চিকিৎসা প্রদান বা পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে বা এসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে।
	ধারা ১৩ (ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;	**সুপারিশ:** এই ধারার সাথে এই বাক্যটি যুক্ত করতে হবে- "অথবা এমন কোনো আইন, যার বিধানসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণের পরিপন্থি তা পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের সুপারিশ করা।"
	ধারা ১৩ (চ) মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা স্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;	**সুপারিশ:** এই ধারাটি সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে- "মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা স্বরূপ **রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়** পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা"
	ধারা ১৩ (ছ) মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;	**সুপারিশ:** ধারা ১৩ (ছ)-এ **"**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও দলিলের অনুসমর্থন দেওয়া এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা।" এই কথাটি যুক্ত করতে হবে
	ধারা ১৩ (ঠ) মানবাধিকার বিষয়ে বে-সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত রূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;	**সুপারিশ :** কীভাবে বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা হবে সেটা দৃষ্টান্তসহ সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমন, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশনের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি) পরিচালনার বিধান যুক্ত করতে হবে।
	ধারা ১৩ (ড) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হইতে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করিয়া মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;	**সুপারিশ:** সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা বা সমঝোতা গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে কোন কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সমঝোতা হতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
	ধারা ১৩ (দ) মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা;	**সুপারিশ:** ১. **ধারা ১৩ (দ)** -এর প্রস্তাবিত ধারার বদলে এভাবে লিখতে হবে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সেনাবাহিনী ও সকল গোয়েন্দা ও অন্যান্য নজরদারি সংস্থার সদস্যদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা'। ২. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বিধায় এই দুইটি অংশকে পৃথক উপধারা করতে হবে।
	আরা ১৩ (ত) মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে সুশীল সমাজকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;	**সুপারিশ:** একই সাথে মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন সুশিল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনের পরামর্শ গ্রহণ করবে।- এই ধারায় এই কথাটি যুক্ত করতে হবে।

৬ অক্টোবর ২০২৫

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	ধারা ১৪। অন্য আইনের দায়িত্ব পালনে এই অধ্যাদেশ প্রতিবন্ধক হইবে না।- অন্য আইনে কমিশনের ওপর কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে এবং উক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে বিশেষ কার্যধারা বলা হইলে এই অধ্যাদেশের কোন বিধান উক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে বা উক্ত বিশেষ কার্যধারা অনুসরণ করার পথে বাধা হইবে না বা কমিশনের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না।	**সুপারিশ:** তবে এই ধারার সাথে "মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোনো আইন এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে এই আইন প্রাধান্য পাবে।" এই বাক্যটি যুক্ত করতে হবে।
	ধারা ১৫। অভিযোগ দাখিল। (১) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদেয় হইবে না।	**সুপারিশ:** এই ধারা সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে " মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কমিশনের নিকট **মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বা লঙ্ঘনের প্ররোচনাকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা কোনো সরকারি সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে** অভিযোগ দাখিল করতে পারবে এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদেয় হইবে না। "
	ধারা ১৫ (৩) (৫) অভিযোগ বা তথ্যের প্রাথমিক সত্যতা নিরূপণে কমিশন অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা না পাওয়া গেলে কমিশন অভিযোগটি নথিজাত করিবে; যেক্ষেত্রে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা সম্পর্কে কমিশন সন্তুষ্ট, সেইক্ষেত্রে একজন তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া তদন্তের আদেশ প্রদান করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কমিশন অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট, সেক্ষেত্রে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সরাসরি তদন্তের আদেশ দিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** সকল অভিযোগ ও তথ্যের প্রাথমিক অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক করা উচিত হবে না। আমলযোগ্য অভিযোগ থাকলে সরাসরি তদন্তের আদেশ প্রযোজ্য হবে।
	ধারা ১৫ (৮) অনুসন্ধান বা ক্ষেত্রমতো তদন্ত প্রতিবেদনের একটি কপি কমিশন অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করিবে। ধারা ১৫ (৮) দাখিলি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে কমিশন অন্য কোনো তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** ধারা ১৫-এর দুইটি উপধারা ক্রম '৮' দুইবার লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমটি ৮ হবে এবং পরবর্তী উপধারার ক্রমিক হবে ৯। এ অনুসারে পরবর্তী ধারাসমূহের ক্রম পরিবর্তন করতে হবে।
	ধারা ১৫ (৮) দাখিলি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে কমিশন অন্য কোনো তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** উপধারা ৮-এর সাথে "এক্ষেত্রে কী কারণে পূনঃ তদন্ত করা হচ্ছে তা নথীভুক্ত করে সংরক্ষণ করতে হবে।" - এই কথাটি যুক্ত করে দিতে হবে।
	ধারা ১৬। মধ্যস্থতা ও সমঝোতা।-(১) অভিযোগ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবার আগে যে কোন পর্যায়ে উভয়পক্ষ যদি অভিযোগের বিষয়টি সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে আগ্রহী হয় এবং বিষয়টি প্রচলিত আইন অনুসারে আপসঅযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত না হয়, তাহা হইলে কমিশন অনুসন্ধান, তদন্ত বা প্রতিকার প্রদানের প্রক্রিয়া স্থগিত করিয়া বা ক্ষেত্রমতো চালু রাখিয়া বিষয়টি	**পর্যবেক্ষণ:** মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত অপরাধ সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুসারে আপসযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। **সুপারিশ:** এক্ষেত্রে এই আইনে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কোন কোন অপরাধ 'আপোসযোগ্য অপরাধ' হিসেবে বিবেচিত হবে তা সংজ্ঞায়িত করতে হবে (**ধারা ২ সংজ্ঞা**)।

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত মধ্যস্থতা সফল না হইলে, যেক্ষেত্রে কার্যধারা স্থগিত রাখা হয়, সেক্ষেত্রে কার্যধারা যেই পর্যায়ে স্থগিত হইয়াছিল, সেই পর্যায় হইতে কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করিবে:	
	১৬ (২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতা বা সমঝোতার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে। ১৬ (৩) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।	**পর্যবেক্ষণ:** মধ্যস্থতাকারী বা সমঝোতাকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি জারি করে নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা নির্ধারণের কথা বলা হলেও মধ্যস্থতাকারী বা সমঝোতাকারীর দক্ষতা, যোগ্যতা, উপযুক্ততা ইত্যাদি বিষয় কীভাবে নির্ধারণ করা হবে তা বলা হয়নি। **সুপারিশ:** ধারা ১৬(৩)-এ "মধ্যস্থতাকারী বা সমঝোতাকারীর দক্ষতা, যোগ্যতা, উযুক্ততা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাবে" বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।
	ধারা ২৫। কমিশনের আদেশ প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা। (২) কোনো ব্যক্তি যদি কমিশনের আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন বা গাফলতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং দায়ী ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হইলে এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরি বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, দায়ী ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী না হইলে তাহার বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।	**সুপারিশ:** "কোনো ব্যক্তি যদি কমিশনের আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন বা গাফিলতি প্রদর্শন করেন"...এর পরিবর্তে "কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিশনের আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন বা গাফিলতি প্রদর্শন করেন.." সংযোজন করতে হবে। এক্ষেত্রে "প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে বা গাফিলতি প্রদর্শন করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলে বিবেচিত হবে এবং উক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হলে এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তার বার্ষিক কর্মমূল্যায়নে প্রতিফলিত করা হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরি বিধিমালা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, উক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী না হলে তার বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।" -বিষয়টিও সংযোজন করতে হবে।
	ধারা ২৭। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে। (২) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে। (৩) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। ২৮। কমিশনের তদন্ত দল। - (১) কমিশনের প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন এক বা একাধিক তদন্ত দল গঠন করিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** সচিবসহ কমিশনের সকল জনবল নিয়োগের ক্ষমতা কমিশনের হাতে থাকবে সেই বিষয়টি এই ধারায় সুস্পষ্ট করতে হবে। এছাড়া কমিশনের বা কমিশনের তদন্ত দলের কর্মকতা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, সক্ষমতা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। একই সাথে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় সচিবসহ কমিশনের সকল জনবল নিয়োগের বিধান এই ধারায় যুক্ত করতে হবে।
	২৭ (৪) সরকার, কমিশনের লিখিত অনুরোধ ব্যতীত, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা সরকারি	**পর্যবেক্ষণ:** প্যারিস নীতিমালার একটি মৌলিক শর্ত হলো, মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে

ক্রম	খসরা অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে না। ২৮। কমিশনের তদন্ত দল। - (২) কমিশনের লিখিত সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করিতে এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।	স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে এবং তা স্বাধীন হিসেবে প্রতীয়মান হতে হবে। কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত 'যেকোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে' প্রেষণে নিয়োগ কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রভাবমুক্ত বা সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। মানবাধিকার কমিশন যদি সরকার কর্তৃক নির্দেশিত প্রজাতন্ত্রের কর্মী গ্রহণে বাধ্য থাকে, তখন কমিশনের কার্যক্রম স্বাধীন ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হওয়ার সক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। **সুপারিশ:** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে (সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ)। এবং এক্ষেত্রে কী কারণে কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ করা হচ্ছে তা প্রকাশ করতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারীরকে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের দ্বিমত থাকলে কমিশন এধরনের নিয়োগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। এবং এই ধরনের পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে তা এই ধারায় যুক্ত করতে হবে।
	৩১। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা। (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না এবং কমিশনের জন্য অনুমোদিত বাজেটে নির্ধারিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় অনুমোদনের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হইবে।	**সুপারিশ:** এই ধারা থেকে তহবিল সংগ্রহে সরকারের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা বাদ দিতে হবে; অর্থাৎ 'অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে' শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।
	৩২ (২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।	**সুপারিশ:** ৩২(২) নিরীক্ষা প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণের পর অবিলম্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে-এই ধারাটি সংযুক্ত করতে হবে।
	৩৬। প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন, কমিশন উহার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।	**সুপারিশ:** প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার বিধান এই ধারায় যুক্ত করতে হবে।